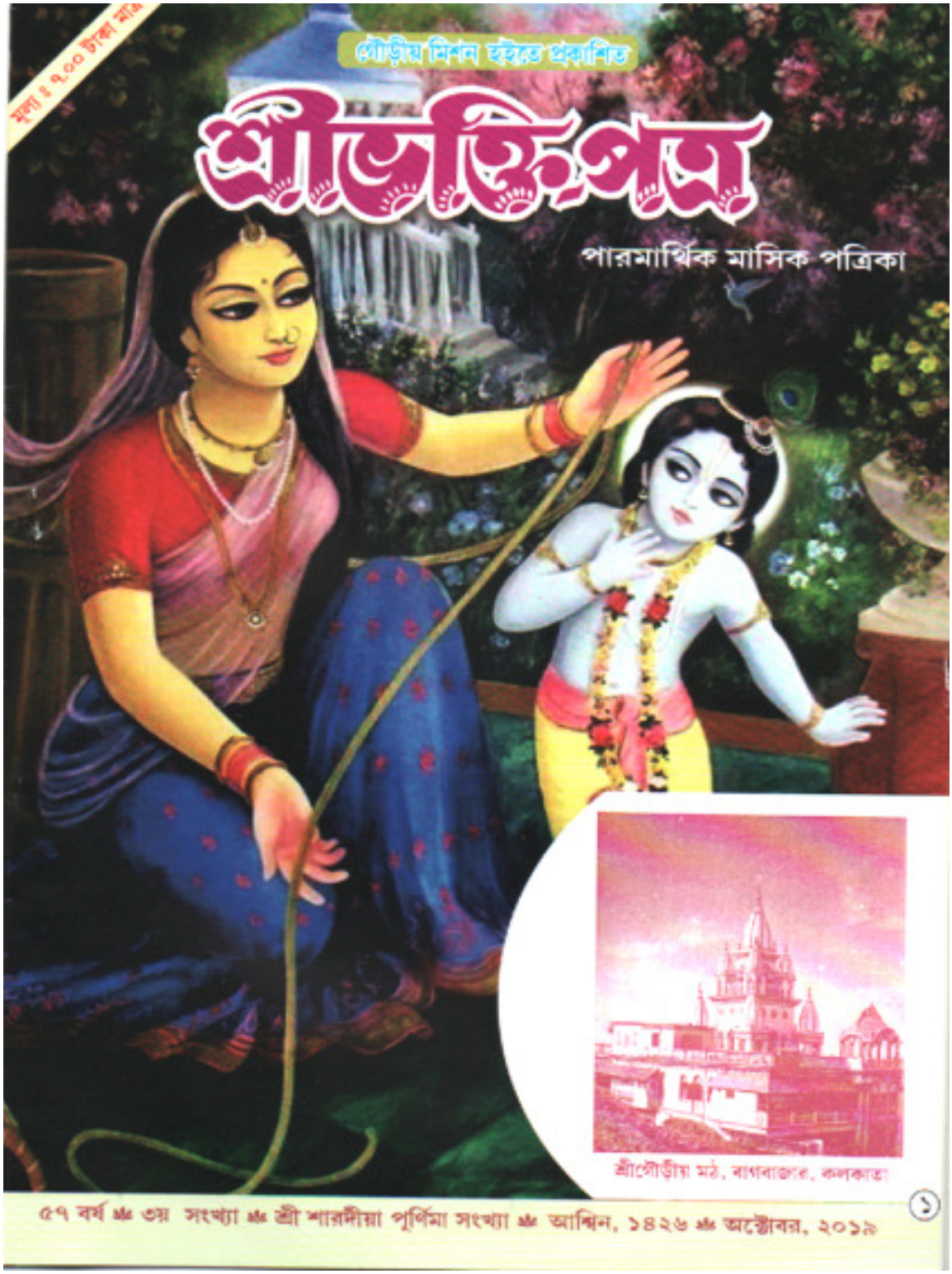

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা
গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা
১
৫৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা আশ্বিন, ১৪২৬ অক্টোবর, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। কীর্ত্তনের দ্বারা প্রেম আস্বাদিত হয়	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। গুরু বিরহ	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৬
৫। আমি শুধু চাই তব করুণার কণ	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ	৮
৬। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শততম শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	৯
৭। প্রীতি আবির্ভাবের ক্রম	—	১০
৮। মহারাজ ভগীরথ	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	১১
৯। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠে বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান	শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী	১২
১০। ভগবৎ স্মৃতিময় জীবন গঠনই ব্রজের মুখ্য উদ্দেশ্য	বৃন্দা দাসী	১৪
১১। মিশনের অধীনস্থ কয়েকটি শাখা মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসবের বিবরণী	—	১৫
১২। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৬
১৩। উর্জ্জাব্রতকালে ধাম পরিক্রমা পঞ্জী	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রীশারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আশ্বিন, ১৪২৬ ❀ অক্টোবর, ২০১৯

সারকথা

**ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥**
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।১৭-১৮)

**মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥**
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।২৪-২৬)

**জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে, তার করয়ে নিস্তার
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥**
(চৈঃ চঃ আঃ—৫।২০৫-২০৯)

**একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥**
(চৈঃ চঃ আঃ—৫।১৪২)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত', বৈষ্ণব।
সে-ই অনাসক্ত সে-ই শুদ্ধভক্ত
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥

প্রঃ—ভগবৎসেবা ব্যতীত কি কল্যাণ হয় না?

উঃ—না। কৃষ্ণবিমুখ হয়ে জীব পরমাত্ম-বিচার নিয়ে যোগমার্গে, আবার কেহ বা ব্রহ্মবিচার করতে করতে নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হচ্ছে। এতে মঙ্গল হয় না। কিন্তু ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রদান করে। ভগবৎসেবা ব্যতীত আত্মার কল্যাণ হতে পারে না। ভগবান সান্নিধ্য-লাভের বস্তু মাত্র নন, পরন্তু নিত্যসেব্য বস্তু। ভগবৎকথা-শ্রবণে রুচির অভাবের পরিচায়ক—অন্যকথা আলোচনা। ভগবৎকথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে। মরণের পূর্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না করলে জন্মান্তর করিয়ে দেবে। এই সব অসুবিধার হাত হতে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছাও হয় না, অসৎসঙ্গে থাকলে—হরিকথা-বিমুখ থাকলে। যদি কারো বা হয় তাও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎ-সেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্মসুখানুসন্ধান নয়; আত্মসুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটি অপস্বার্থপরতা মাত্র। বুভুক্ষ ও মুমুক্ষ উভয়েই আত্মসুখান্বেষী। এজন্য ভোগী ও ত্যাগী (মুমুক্ষু) সম্প্রদায়কে ভগবান সাহায্য করেন না, বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করে। আর যিনি সর্বতোভাবে ভগবানে প্রপন্ন এবং ভগবৎ-সুখান্বেষী, মায়াধীশ ভগবান তাঁকেই স্বয়ং সাহায্য করেন।

গুরুদেবতাত্মা হয়ে নিষ্কপটে সেবা করতে করতে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তবেই শুদ্ধসেবা লাভ হবে, কারণ মুক্ত হলে সুষ্ঠু সেবা হয় না।

গুর্বানুগত্যে আমাদিগকে সব সময় হরিনাম করতে হবে। নামভজনই কৃষ্ণভজন—এ কথাটা সতত মনে রাখতে হবে। শ্রীনাম-সেবাদ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হবে—সর্বোচ্চ ভজনরাজ্যের কথা একমাত্র শ্রীনামসেবা-দ্বারাই লাভ হবে।

প্রঃ—গুরুনিষ্ঠ না হলে কি হরিভজন হবে না?

উঃ—গুরুদেবতাত্মা না হলে কৃষ্ণভজন হবে না। দেখুন, গুরু জীব নন, গুরু ঈশ্বর, তাই গুরুকে দেবতা বলা হয়েছে আর গুরু হলেন আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র বা প্রিয়। যিনি গুরুকে ঈশ্বর ও প্রিয় বলে জানেন তিনিই গুরুদেবতাত্মা। এই গুরুদেবতাত্মা গুরুভক্তই গুরুর কৃপা পান। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব গুরুনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন থাকেন বলে গুরুর প্রাণবন্ধু কৃষ্ণও সেই গুরুদেবতাত্মা ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব—এই তিনটি কিরূপ সাজান আছে দেখুন। গুরু মাঝখানে বসে আছেন ভগবান ও বৈষ্ণবকে ক্রোড়ীভূত করে। আপনারা গুরুকে দৃঢ়ভাবে ধরুন, তা হলেই ভগবান ও ভক্ত সকলেরই কৃপা পাবেন। গুরু প্রসন্ন থাকলেই শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন থাকবেন। কিন্তু আপনারা যদি গুরুদেবতাত্মা না হতে পারেন, গুরুকে জীবন না করতে পারেন, তাহলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে, আপনারা ভক্ত ও ভগবান কারও কৃপা লাভ করতে পারবেন না, অবশেষে ভগবৎ-সেবা হতে বঞ্চিতই হবেন।

এসব কথা শুনে কোন ভক্ত দুঃখ করে বললেন, প্রভো আপনি ত কৃপা করে গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুদেবতাত্মা হবার কথা প্রচুর বলছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তা গ্রহণ করতে পারলাম কৈ? তদুত্তরে প্রভুপাদ দুঃখিতান্তঃকরণে বললেন—আমারই কপাল মন্দ! আমি ত অনেক কথাই বললাম কিন্তু লোক আমার কথা শুনলো কৈ?

প্রঃ—ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হবে?

উঃ—ভক্তের প্রার্থনা—হে রাধারমণ, আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন সমাবর্ত্তন করে নিজের সর্বনাশ না করি। যাঁরা সংসারে প্রবেশ করেছেন তাঁদের প্রার্থনা হবে—হে ভগবন! আমি যেন সংসারে অত্যাসক্ত না হয়ে পড়ি, আমার সংসার বাসনা যেন ক্ষয় হয়। তোমার সেবার দিকে যেন নিরন্তর আমার দৃষ্টি থাকে। আমাকে রক্ষা কর।

প্রঃ—মঙ্গলের পথ কি?

উঃ—জড় জগতের যে সকল রাস্তা তার একটিও মঙ্গলের পথ নয়—ভগবৎসেবার রাস্তা নয়। আমি ভক্ত অপেক্ষা বেশী বুঝি, এরূপ বিচার কেবল নরকের রাস্তা। ঐসব পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন বা আনুগত্যই মঙ্গলের পথ।

আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। *(ক্রমশঃ)*

কীর্ত্তনের দ্বারা প্রেম আস্বাদিত হয়

(শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদের হরিকথা)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান—কটক, উড়িষ্যা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ভক্ত-ভগবানের কথা প্রসঙ্গে কিছুটা কাল কাটাতে বসেছি যা জীবের জীবনের সব থেকে বেশী প্রয়োজন। এটাই একমাত্র প্রয়োজন, এটা যখন পাওয়া যায় তখন জীবের সব রকম অনর্থ আর কোনপ্রকার আবিলতা থাকে না।

জীব যখন স্বস্থ হয় তখন গুরু বৈষ্ণবকে আশ্রয় করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। মোহন মুরলী রবে তিনি কাকে আকর্ষণ করবেন? না, তাঁর একান্ত অনুগত ভক্তকে। **তাঁর একান্ত বৈভব বিস্তারিণী যে শক্তি তার দ্বারা তিনি রসিত হন।**

রস কি বস্তু?—

''ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥''

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫লঃ-১৩২)

রস তো এ জগতের জিনিস না আর ভগবানের আনন্দও এ জগতের জিনিস না। ভগবান time to time আবির্ভূত হয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের রসে ঠেলে দিয়েছেন। ভক্তদের এরকম অপূর্ব আস্বাদন লীলা দেখে ভগবান খুশী হন। সেজন্য আমরা যত কিছু করবার মনস্থ করি না কেন, তিনি যেটা মনস্থ করবেন সেটা করবেন। ভগবান এমনই অমোঘ, তাঁর গতি, তাঁর কত অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু তিনি সব অসুবিধা দূরীভূত করে সদাশয় ব্যক্তির হৃদয় কমলে তাঁর প্রেমের সম্পুট ঢেলে দেন। এমন তিনি প্রভু যে জীবের আর কোন কথা নাই। আমরা সচ্চিদানন্দ মঠকে সাধারণ বলে যেন ভাবতে না যাই, এখানে তো আমাদের গুরুবর্গ সকলেই এসেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর এই কটক শহরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং 'ছুটি' গ্রামে বসতি করেছিলেন। তাঁর অগাধ ইচ্ছাশক্তি এবং অগাধ কৃষ্ণ সম্পদ সম্পুট তিনি গুরুবর্গের উপর ন্যস্ত করে দিয়ে গেছেন। আমরা যত অগ্রণী হয়ে অন্তর খুলে সেটা যত অনুশীলন করব তাতে লাভ হবে আমাদের। আমি গুরু হওয়ার পর যখন প্রথম আসলাম তখন কতিপয় মহিলা ভক্ত ছিল কিন্তু এত Enlightened ছিল না। **কিন্তু আমি যখন কলম ধরলাম, কীর্ত্তন করলাম তখন সবাই মাধুর্য্যান্বিত হয়ে গেল, এটুকু আবিষ্কার আমার জীবনের।** এজন্য আমি চাই যে এখানকার ভক্তরা যেখানে বসবাস করেন সেখানে ভক্তি রাজ্যে বসতি করবেন এবং সেই আনন্দে নিজেকে ভাসাবেন এবং অপরকেও ভাসাবেন।

কি বলব, কি শুনব, বলবার ছিল ভক্তরাই সব বলেছেন, এতে আমার নতুন কিছু বলার নাই। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা চলছেন, এটা ধাম।

''শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥''

এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের মনমতো যারা ছিলেন সকলেই এসেছিলেন, রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সময়। সকলেই এসে প্রেমফল বৃক্ষের অমৃত ফল হরিনাম সংকীর্ত্তন পুনঃরূপে আহ্বান করে এনেছিলেন গোলক থেকে এবং স্থির করে গিয়েছিলেন। যেমন শ্রীনবদ্বীপে গোলোকের প্রেমফল আস্বাদন করার জন্য লক্ষ্মীদেবী এখনো অবস্থান করছেন। তেমনি আমাদের সেই **প্রেম আস্বাদন করতে হবে কীর্ত্তনের দ্বারে,** এটা বুঝতে হবে।

**''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''**

গুরু বিরহ

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রথম (৬০ তম) শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা বাসরে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ। স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠ, কটক তাং-৩০।১১।২০১৮

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্বতন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের বিরহ সভায় আজ আমি গুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা করে কিছু তাঁর মহিমার কথা স্মরণ করার প্রয়াস করছি। আজ মহারাজ, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের যে সকল মহিমার কথা শোনালেন তাতে আমার হৃদয়টা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। কেন না, **শ্রী গুরুদেবের মহিমা ভগবানের মহিমা অপেক্ষা বলশালী তথা ভক্তিবর্দ্ধক।** শ্রীল গোস্বামীপাদের মহিমা স্মরণ করতে গিয়ে কয়েকটা কথা আমার হৃদয়ে ভাসছে। শ্রীল আচার্য্যপাদের অপ্রকটের খবর আমি সকালেই পেয়েছিলাম, সে সময় আমি বেনারস মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলাম। আধাঘন্টার মধ্যে লণ্ডন মঠে ফোন করে আমি শ্রীল গোস্বামীপাদকে (শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ) শীঘ্র ভারতে আসবার জন্য বলি। সে সব বহু কথা আজকের নতুন ভক্তরা কেউ জানেন না। শ্রীল গোস্বামীপাদ এসে গেলেন এবং ভাগ্যক্রমে গুরু আসন অলঙ্কৃত করলেন। সেই শুভারম্ভের শেষ ৩০শে অক্টোবর নিজ হাতে তাঁর দিব্য চিন্ময় শরীরটা সমাধিস্থ করার সৌভাগ্য লাভ। সে যে সৌভাগ্য পেলাম তার মধ্যে ২৫-২৬ বৎসর কাল তাঁর সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর যে শাসন স্নেহ পেয়েছি সেটা আজ বলতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

আমরা বাইরে থেকে দেখতাম যে শ্রীল গুরুদেব অসুস্থ কিন্তু **আমি দেখেছি সেবার চাবিটা তাঁর হাতে ছিল, যখন যেভাবে ঈঙ্গিত করতেন, তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে Machine হয়ে আমি সেটাকে কার্য্যান্বিত করবার প্রয়াস করতাম। শ্রী গুরুদেব ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণের কৃপামূর্ত্তি, তাঁর ইচ্ছাতেই কৃপালীলা চলছিল।** যত প্রাচীন মঠ renovation কার্য, রাধাকুণ্ড, আমেরিকা, গৌহাটী, শিলিগুড়িতে নতুন মঠ স্থাপন তিনি করলেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তি আমার ভেতরে ক্রিয়াশক্তি জুগিয়ে আমাকে সেবার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন আর সেই সেবার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে আজ তিনি ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন গুরুতত্ত্ব কখনো অপ্রকট হন না। গুরুতত্ত্ব এক কৃষ্ণ কৃপার মূর্ত্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আকারে কাজ করে। আমি তিনজন গুরুদেবকে দেখলাম শ্রীল গুরুমহারাজ, শ্রীল আচার্য্যপাদ আর শ্রীল গোস্বামীপাদ। কেবল শরীর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু কৃপাধারাটা নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে, চলছে এবং চলবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় করবার প্রয়োজন নাই। **যদি একটা পাথরের টুকরাও গুরুআসনে বসে গুরুশক্তি তাকে উজ্জীবিত করবে। কৃষ্ণ কৃপাশক্তি তার মধ্যে স্নেহ, দয়া, ক্ষমা প্রকট করিয়ে শিষ্যগণকে পালন করাবে এটা আমার বিশ্বাস এবং এটা সব ভক্তগণের জানার দরকার।**

আমরা গুরুর কাছে এসে মন্ত্র দীক্ষা নিই সেটা একপ্রকার শুরু হলো কিন্তু কিজন্য গুরুদেব আমায় মন্ত্র দিলেন, কেন তিনি পিতা, কেনই বা আমি আত্মসমর্পণ করলাম, এটা বোঝা দরকার। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের গুরুধারণ করবার অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে আসল ধন। সেটা দেবার জন্যই কৃষ্ণ কৃপামূর্ত্তি গুরুদেবরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা যদি কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার লালসা নিয়ে শ্রীগুরুদেবের কাছে আসি, গুরুদেব সেই লালসাটা দেখে আমাদেরকে কৃপা করবেন। সেইটা যদি ভুলে যাই তাহলে আমাদের গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা বেকার হয়ে যাবে। **আমাদের বুঝতে হবে যে গুরু এক তত্ত্ব, গুরু কোন শরীর নয়।** যদি আমরা গুরুকে একটি শরীর মাত্র বুঝি তাহলে দুঃখ আসবে, আমরা ভুল পথে চালিত হবো। আমার মনমতো কেউ গুরু আসনে বসবে তাকে নিয়ে ভক্তি করব নতুবা অন্য কেউ বসলে তাকে ঈর্ষা ঘৃণা, বিদ্বেষ করব এটা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে আগত এক তত্ত্ব হলেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই-ই আমার গুরুদেব। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যপাদ, শ্রীল গোস্বামীপাদ এঁনারা সকলেই আমার গুরু—এই সত্যটা যখন বুঝতে পারব সেদিন আমাদের মঙ্গলের উদয় হবে।

আমি জানি **শ্রীল গোস্বামীপাদ বসে বসে চাবি খুলে প্রেমধন বিতরণ করলেন।** আমি এও দেখলাম শ্রীল প্রভুপাদের প্রায় ৬০-৭০ বছর পর পদব্রজে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হলো, বাংলাদেশে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব গিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী আর কোন গুরুদেব সেখানে যান নাই, শ্রীল গোস্বামীপাদ গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে গিয়ে প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়ে এলেন। সকল বাংলাদেশবাসী ভক্তগণকে উদ্ধার করলেন। রাধাকুণ্ডে আমাদের কোন মঠ ছিল না, শ্রীল প্রভুপাদ শুধু কুঞ্জকুটীর মঠ করেছিলেন কিন্তু শ্রীল গোস্বামীপাদের কৃপায় এতবড় মঠ হলো এত সুন্দর মঠরক্ষক মিলে গেল, ভক্তগণকে আদর করে সেখানে রাখেন। প্রায় দেড়শ ভক্ত সেখানে উর্জ্জাব্রত কালে থেকে ব্রত পালন করেন। একদিন লণ্ডন মঠে শ্রীগুরুদেবের আরতি শেষে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় লণ্ডন মঠ হলো কিন্তু আমি গুরু আসনে বসে আমেরিকা পর্য্যন্ত যেতে পারলাম না। এক বছরের মধ্যে দিল্লীর এক ভক্ত ও তার স্ত্রী দিল্লী মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে আমেরিকাতে আমার বাড়ীটা আপনারা মঠ করুন। আর তার পরের ঘটনা সবাই জানেন, আমেরিকায় গৌড়ীয় মিশনের তরফে মঠ হলো 'শ্রীভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ'। গুরুদেবের সে শক্তির প্রকাশ আমাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে। কেমন করে **বাহ্যত অসুস্থ লীলার মধ্যে বসে বসে প্রেরণা দিয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে অনায়াসে সবকিছু করিয়ে নিতেন। তিনি চোখের ইশারায় সবাইকে চালাতেন।** গুরুতত্ত্ব কখনো অসুস্থ হয়? না—এভাবেই তিনি ২৬ বছর কাটিয়েছিলেন।

আমিও এক সময় ভেবেছিলাম—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের এত কীর্ত্তন আছে তা সত্ত্বেও গুরুদেব নিজে কেন এত কীর্ত্তন রচনা করছেন। তাঁর হৃদয়ের ভেতরের প্রেম' কীর্ত্তনের প্রতিটি শব্দের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হতে থাকবে। তাই আজ আমার মুখ বন্ধ হলো। **শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যেমন নিত্য স্মরণ করা হয় শ্রীল গোস্বামীপাদও তাঁর কীর্ত্তনের দ্বারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন যুগ যুগ ধরে।** তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে যে ভাষা প্রয়োগ করলেন তা এ জগতের কোন ভাষা নয়, গোলোকের ভাষা। শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করা, শ্রীল গুরুদেবের জন্য কাঁদা সেটা গুরু বিরহ। আর সে বিরহ যদি না হয় তাহলে শিষ্যের ভজন হবে না। আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না, শ্রীল গুরুদেব যতদিন ছিলেন তাঁর মহিমা আমরা বুঝতে পারি নাই আজ তাঁর স্মরণ হচ্ছে প্রতি পদে পদে।

যতদিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন গোপীদের প্রেমের গাঢ়ত্ব বোঝা যায় নি। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলে গেলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম গাঢ়ভাবে অনুভূত হলো। শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই সিদ্ধান্ত আমাদের দিয়েছেন। **যে শিষ্য গুরু বিরহ জীবনের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে সেই প্রকৃত শিষ্য।** না হলে এ সংসারে যেমন বিরহ আসে আবার চলে যায়, সুখ আসে আবার চলে যায় সেরকম আমাদের বঞ্চিত করবে। গুরুদেবের বিরহ নিয়ে ভজনে অগ্রসর হওয়া শিষ্যের কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু বস্তু, শ্রী গুরুদেব তেমন বিভু এবং তাঁর পরিকরও আছে। আমরা শ্রীল গোস্বামীপাদকে দেখতে পাব মিশনে তাঁর যে সব শিষ্য ভক্ত রয়েছেন তাদের আচরণের দ্বারা। তাঁরা প্রকাশ করবেন যে আমার গুরুদেব মহান ছিলেন। আমাদেরকে দেখে লোকে বুঝতে পারবে শ্রীল গোস্বামীপাদ কেমন ছিলেন। তাঁর বাণীর মাধ্যমে তাঁকে জানবে আর একটা জীবন্ত উপায়।

আজ শ্রীল গুরুদেবের কত মঠ, মন্দির, শিষ্য, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী আছেন, তাদের সকলকে নিয়ে ভজন করলে গুরু কৃপা আমরা পাবো। শুধু কাঁদলে আর 'গুরু গুরু' বলে চিৎকার করলে গুরুকৃপা পাওয়া যায় না। গুরুদেবের গৃহ, গুরুদেবের মন্ত্র, তাঁর কৃপা-বাণী, আদেশ আমার সঙ্গে আছে। 'গুরুজন—''গুরুসেবক হয় মান্য আপনার''। গুরুসেবক যত আছেন তাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যখন আমরা ভজন করব ততক্ষণ আমাদের দুঃখ অসুবিধা বা কোন বিপদ নাই। শ্রীল গুরুদেব আমাকে পথ দেখাবেন, গোলকের পথের যাত্রী করবেন।

আমি অনুভব করছি আজ গুরুর আসনে বসে আমি গুরুর আরও নিকটে এসেছি, গুরুবর্গের নীচে বসার সুযোগ আমাকে দেওয়া হলো। আমাকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার

করে সব ভক্তগণকে স্নেহ, আদর, শাসন দিয়ে এগোতে হবে। আমি দেখলাম শ্রীল গোস্বামীপাদ ঈশারা করে করে সবাইকে সেবা করালেন এখন তাঁর নিজের Chair টা আমাকে দিয়ে গেলেন, এটা তাঁর কৃপা। তাঁর সেবাটা আমাকে দিয়ে গেলেন, সেই সেবাটা সুষ্ঠুভাবে করবার ইচ্ছা পোষণ করে গুরুবর্গের কাছে কৃপাশক্তি যাচ্ঞা করছি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

"আমি শুধু চাই তব করুণার কণ"

পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদের প্রথম বিরহবাসরে এ দীনের প্রার্থনা
ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

(১)

গৃহহীনে গৃহ চায়, বিদ্যা বিদ্যাহীনে।
বিরহবিধুরা পতি, ধন চায় দীনে ॥
সর্প দংশনে ওঝা, পীড়ায় ডাক্তার।
খেয়াঘাটে মাঝি চায়, বিবাদে মোক্তার ॥
প্রতিদিন কত কিছু চায় কত জন।
আমি শুধু চাই তব করুণার কণ ॥

(২)

পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠে বারি বারি বারি।
গৃহলক্ষ্মী বলি গৃহী সদা চায় নারী ॥
বংশনাশ হবে ভয়ে পুত্রের কামনা।
পিতামাতা করে ইষ্টদেবের আরাধনা ॥
নিমীলিত নেত্রে যোগীর ব্রহ্মের চিন্তন।
আমি শুধু চাই তব করুণার কণ ॥

(৩)

ক্ষুধিত পথিকজন অন্নছত্র খোঁজে।
রাজসিংহাসন লাগি নৃপগণ যুঝে ॥
কবিতা লিখিতে বসি ছন্দের মিলনে।
সরস্বতী আরাধনা করে কবিগণে ॥
জগতের রূপ লাগি অন্ধের নয়ন।
আমি শুধু চাই তব করুণার কণ ॥

(৪)

যাহা কিছু চাই চাই ঘোর কলরব।
কালের প্রবল বাত্যা করিবে নিরব ॥
সুখ চাই, শান্তি চাই, আনন্দ সন্ধান।
ফাঁকি সব শুধু সত্য শ্রীগুরু সেবন ॥
অতএব শ্রীগুরুদেব সদা পতিতপাবন।
আমি শুধু চাই তব করুণার কণ ॥

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী ও উপদেশাবলী

১। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ, রাধাশক্তি ও গৌরশক্তি সমন্বিত। তাঁদের দর্শন ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে বিরাট ভাগ্যের দরকার। সেই ভাগ্য যাদের হয় তাদের জীবনে কোনও মায়িক দর্শন হয় না বা মায়ার বন্ধন হয় না।

২। শ্রীগুরুপূজার আলোকে শ্রীগুরুকে দর্শন হলে তার আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। মহানন্দের সন্ধান পায় নিরানন্দময় জীবনের চির অবসান ঘটে।

৩। যারা ভগবানের পরমপ্রিয় হতে চান তারা রসের অনুশীলন করবেন।

৪। গৌড়ীয় মঠের মতো আর একটা বিশেষ জায়গা জগতে নেই, যেখানে কেবল ভগবৎ সেবা শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৫। জগতে যদি কোন প্রকার শ্রেষ্ঠ উপাসনা থাকে সেটা হলো গুরুপূজা।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শততম শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪শে আগষ্ট শনিবার ভোর ৩.৩০ মিঃ হতে বৈঠকী কীর্ত্তন শুরু হয়। ভোর ৫টায় মঙ্গল আরতি পরিক্রমা অন্তে সকাল ৬টায় শ্রীরাধা গোবিন্দের আলেখ্য অতি মনোরম ফুল মালায় সুসজ্জিত রথে আরোহন করিয়ে ও গৌড়ীয় মিশন নামাঙ্কিত ব্যানারে শোভিত করে সহস্র ভক্তগণের এক বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। সংকীর্ত্তন দল শ্রীগৌড়ীয় মঠ থেকে বাগবাজার ষ্ট্রীট, বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার ষ্ট্রীট, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গা ঘাট হয়ে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সারাদিন ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ তরঙ্গিণীর পারায়ণ চলতে থাকে, দুপুর ২-১৫মিঃ থেকে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্তব পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্মসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই ধর্মসভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পূর্বতন এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল কুমার সেন মহাশয়। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসাধন পাণ্ডে মহাশয়, অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিগণের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা কর্পোরেশনের ৯নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী মিতালী সাহা, West Bengal State University বারাসতের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অয়ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সমাজসেবী শ্রীহরিপ্রসন্ন কানোরিয়া, শ্রী ভানীরাম সুরেখা, শ্রীবিজয় কুমার গুজারওয়াসিয়া, অরিত্র রঞ্জন সেন, শ্রী অশোক পারিখ মহোদয় প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত সকল অতিথিবর্গকে মাল্য, চন্দন ব্যাজ ও পুষ্পস্তবক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। প্রত্যেক বক্তাকে মিশনের তরফ থেকে মেমেন্টো প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মিশনের অপর সেবা সচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ। মঞ্চে উপবিষ্ট বক্তাগণ নিজ নিজ স্বভাবসুলভ বক্তব্য পরিবেশন করেন।

রাত ১০টায় জন্মাষ্টমীর কীর্ত্তন শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কীর্ত্তন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলতে থাকে। বৈকুণ্ঠ পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। পরদিন সকাল ১০টায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় প্রায় দু-ঘন্টা ব্যাপী নন্দোৎসব পালিত হয়। মধ্যাহ্ন আরতি অন্তে সন্ধ্যা আরতি পর্যন্ত আগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী শুভ জন্মাভিষেক পালিত হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার হতে শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহ আরম্ভ হয়। প্রত্যহ দুই বেলা মিশনের সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তিনি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুখ্যমুখ্য ভাগবত শ্লোক তথা টীকা সহ উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে সুললিত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধ ৮দিন ব্যাপী পাঠ করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের সমাপ্তি হয়। উল্লেখযোগ্য যে ১১ই সেপ্টেম্বর মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৮১তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি পূজা মহোৎসব যথাযথ পালিত হয়।

শেষ দিনের সন্ধ্যাবেলা শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের নির্যাস বর্ণনা করেন। এইভাবে বার্ষিক শ্রীহরিকীর্ত্তন মহোৎসবের সমাপ্তি হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বাণী

''শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যেমন নিত্য স্মরণ করা হয় শ্রীল গোস্বামীপাদও তাঁর, কীর্ত্তনের দ্বারা চিরস্মরণীয় থাকবেন যুগ যুগ ধরে। তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে যে ভাষা প্রয়োগ করলেন তা এ জগতের ভাষা নয়। গোলোকের ভাষা।''

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রীতি আবির্ভাবের ক্রম

(পৃঃ ২৬১-২৭৫) নতুন বই,

প্রীতির মুখ্য ফল—(১) ভগবৎ সাক্ষাৎকার (২) তৎ মাধুর্য্য অনুভব। (গোদ্রুম ধামে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক আলোচিত 'প্রীতিসন্দর্ভ' ক্লাস হইতে সংগৃহীত)

গৌণ ফল—দেহাসক্তি ত্যাগ (দৃষ্টান্ত : ঋষভ দেব, ভাঃ ৫।৫।৬ ● সূত গোস্বামী ভাঃ ১।১৮।২২ ● শুকদেব ভাঃ ৫।১।৪-১১)

অসম্পূর্ণ আবির্ভাব

[ভগবানের নাম, রূপ, গুণ মাধুর্যের মুখ্যতা নেই অন্য তাৎপর্য থাকে]

প্রীত্যাভাস

i) প্রীতির ছায়া।
ii) প্রীতি ব্যতীত অন্য তাৎপর্য দেখা যায়।

১) দৃষ্টান্ত-কপিল দেবহূতি—এবং হ্যেষী ভগবতি.... (ভাঃ ৩।২৫।৪৪)
   a) প্রেমের লক্ষণ আছে কিন্তু চিত্ত বহির্মুখ বিমুক্ত হয়।
   b) কৈবল্য ইচ্ছারূপ কপটতা আছে।
   c) বহুদের সাদৃশ্য হেতু সম্বন্ধাভাস নাই।
   d) অশ্রু-কম্প-পুলক আদি প্রেমের লক্ষণ আছে কিন্তু ছায়া।

২) শুদ্ধ ভক্তের চিত্ত বিমুক্ত হয় না (পরীক্ষিত উক্তি—ভাঃ ২।৮।৪)
   (নারদ উক্তি—ব্যাসদেবের প্রতি) ভাঃ ১।৫।১৯

প্রীতির ঈষৎ উদয়

(অল্প উদয় বলে অসম্পূর্ণ)

প্রীতিচ্ছবির সাময়িক উদ্গম

১) প্রীতি তাৎপর্যের অভাব অথবা অন্য তাৎপর্য নাই
এরা অজামিল হতে শ্রেষ্ঠ (শুকদেব উক্তি—ভাঃ ৬।১।১৯ পৃ-২৬৮)

প্রীতির উদয় অবস্থা

(প্রীতির তাৎপর্য আছে কৈবল্য অন্যাসক্তি ঘটিয়েছে)
[প্রীতি—মুখ্য, অন্যাসক্তি-গৌণ]
দৃষ্টান্ত-সূত উক্তি (পরীক্ষিতের শাপ প্রসঙ্গে) যৎপাদসংশ্রয়া....
(ভাঃ ১।১৮।২২)
(ভগবদ্দেশ—৫।৫।৬)

প্রথম উদয়াবস্থা

(নেই প্রায় অন্যাসক্তি)

এই পর্যন্ত প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব

প্রকটোদয় অবস্থা

(অন্যাসক্তির আভাস অথবা অন্যাসক্তি নাই)

প্রকটোদয়াবস্থাতেই প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব শুরু।
দৃষ্টান্ত—প্রহ্লাদ মহারাজের প্রসঙ্গে নারদ উক্তি—
   স উত্তমশ্লোক পদারবিন্দ... (ভাঃ৭।৪।৩৬)
   ভিন্নরত প্রসঙ্গে শুক উক্তি—(ভাঃ ৫।১।৫)

প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থার ৪টি লক্ষণ

১) পরম আবেশ।   ২) কামের কারণ এবেও আবেশের স্থায়িত্ব।
৩) পরমানন্দ পূর্ণতা।   ৪) অন্য সুখীকেও পরমানন্দ দানে সমর্থ।

> প্রকটোদয় হতে পরবর্ত্তী সকল অবস্থায়
> শ্রীশঙ্কর—ভাবক শরীরে প্রীতির প্রকটোদয়।
> পরমগুরু—অধিক ভক্ত হতে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত।
> নিত্যগুরু—পার্ষদগণ।

প্রেমের পরিভাষাঃ—
সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
(ভাঃ ১০।৩০।৩১ টীকা বিঃ চঃ)
সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ— পূঃ ৪/১)

সম্পূর্ণ আবির্ভাব

[ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, মাধুর্যের মুখ্যতা বিদ্যমান]

প্রীতি অবস্থা হলেও বিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব তারতম্য অনুসারে প্রীতির আবির্ভাবেও তারতম্য দেখা যায়।

- ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ
  প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব
- ভগবত্তার আংশিক বিকাশ
  প্রীতির আংশিক আবির্ভাব
- শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা
  প্রীতির পরাপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণতম আবির্ভাব

[দৃষ্টান্ত : মহামুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বলেছেন—
   অহো নো ভাগধেয়ানাং ... (ভাঃ ১০/৮৪/২১)
   টীকা : স্বং প্রেমানং পরঃ - অত্র অবধিঃ সীমা।]
উপাখ্যান—গ্রাহক পুরাণ, মহাকাল। (ভাঃ ১০/৪৭/৪২)

অপর দৃষ্টান্ত : উদ্ধব বিদুরকে বলেছেন—
   যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং—(ভাঃ ৩/২/১২)
   ক) মর্ত্যলীলার উপযোগী রূপ।
   খ) নিজ যোগমায়া দ্বারা রচিত।
   গ) নিজেরও বিস্ময়কর রূপ।
   ঘ) অন্য সকল ভূষণের ভূষণ স্বরূপ।
   ঙ) সৌভাগ্যর্দ্ধিসমূহের পরাকাষ্ঠা।
(বিঃ চঃ টীকা)

- **শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অনুষ্ঠান**—পৃঃ ২৮৬ (ভীষ্ম উক্তি : ভাঃ ১/৭/৩৯-৪০) সাধকের সাধনের জন্য প্রীতি বা প্রেমের জন্ম হয় না। শুধু কৃষ্ণ কৃপায় দ্বারা প্রেম লাভ করা যায়।
- লীলা কাহাকে বলে—(রমণীর বেশ ও ক্রিয়ার দ্বারা) প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণকে লীলা বলে—ভাঃ ১/৯/৩৭। (উজ্জ্বলনীলমণি—অনুভাব প্রকরণ-৩৬)
- নিমেষকর্তা নিমি মহারাজের প্রতি (বিষ্ণুপুরাণের একটি গল্প—নতুন বই, পৃঃ ২৮৬) কৃষ্ণ দর্শনে ব্যাঘাত করায় ব্রজসুন্দরীদের ক্রোধোক্তি—ভাঃ ৯/২৪/৬৫
- **কৃষ্ণের রূপের মহিমা** (পৃঃ ২৮৬)
- শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ব্রজবধূগণকে মোহিত করে। অর্থাৎ—ব্রজসুন্দরীগণই কৃষ্ণমাধুর্য অনুভবে সমর্থা।
- এমনকি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তকে প্রেমে পুলকিত করে। (দৃষ্টান্ত—ভাঃ ১০/২৯/৪০)
- বিল্বমঙ্গল উক্তিতে পাই—'কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতীতি।' কৃষ্ণ বিনা কেউই লতাকে প্রেম দেয় নি। (পৃঃ ২৮৮, নতুন বই)
- শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও স্বভাব দ্বারা প্রেমানন্দময় হলেও মহাভাববতী আশ্রয়ের যোগ্যতা বিশেষের অপেক্ষা আছে। ব্রজদেবীগণ ছাড়া আর কাহারও মহাভাবের উদয় হয় না। (পৃঃ-২৮৭—নতুন বই)

মহারাজ ভগীরথ

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

'দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥''

(ভাঃ ৯।৯।২)

'অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনন্তর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ সুমহতী তপস্যা করেছিলেন।'

সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরায় মান্ধাতা, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু, অমরণ্য, হর্য্যশ্ব, ত্রিবন্ধন, ত্রিশঙ্কু, রাজা হরিশ্চন্দ্র, রোহিত, হরিত, চম্প, সুদেব, বিজয়, ভরুক, বৃক, বাহুক। বাহুক শত্রুগণের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে ভার্য্যাসহ বনে গমন করেছিলেন। বনে বাহুকের মৃত্যু হয়। বাহুকের পত্নী শোকে সহমরণে যেতে চাইলে মহর্ষি ঔর্ব বাহুক-পত্নী গর্ভবতী থাকায় তাঁকে সহমরণে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু বাহুকের অন্যান্য পত্নীগণ ঈর্ষ্যাবশে তাঁর গর্ভ নষ্ট করবার জন্য তাঁকে অন্নের সাথে 'গর' অর্থাৎ বিষ ভক্ষণ করালেন। 'গর'-সাথে পুত্র জন্মাল বলে তার নাম হল 'সগর'। মহর্ষি ঔর্বের পরামর্শানুসারে মহারাজ সগর অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্রদেব কর্তৃক অপহৃত হয়। সগর রাজার দুই পত্নী—সুমতি ও কেশিনী। মহাভারতে সগর-পত্নীদ্বয়ের নাম বৈদর্ভী ও শৈব্যা এইরূপ লিখিত আছে। সুমতির পুত্রগণ অশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা অশ্বান্বেষণ করবার জন্য পৃথিবীকে খনন করে সাগরে পরিণত করেন। অনেক অশ্বান্বেষণের পর তাঁরা অশ্বটীকে দেখতে পেলেন বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান কপিলদেবের কাছে। ভগবান কপিলদেবকেই অশ্বাপহর্ত্তা মনে করে দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁরা ক্রোধ প্রকাশ করতে গেলে অপরাধফলে নিজ নিজে শরীরাগ্নির দ্বারাই ভস্মীভূত হলেন।

'ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা,
নৃপেন্দ্র পুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥''

—(ভাঃ ৯।৮।১২)

'(কেউ বলেন যে, তারা কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল, বস্তুতঃ তা সত্য নয়।) সগরপুত্রগণ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নয়। কেন না জগৎপবিত্রকারী শুদ্ধ সত্ত্বময়মূর্ত্তিতে ক্রোধরূপ তমঃ কি করে সম্ভব হতে পারে? নির্মল আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকতে পারে?' মহাভারতে বিষয়টি এইরূপভাবে বর্ণিত আছে—মহারাজ সগর পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদান করলেন এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র হবে এবং তারা সকলে একই সঙ্গেই নিহত হবে, অপর স্ত্রীর গর্ভে শৌর্য্যশালী এক পুত্র হবে। বৈদর্ভীর অলাবু হতে ষাট হাজার পুত্র জন্মাল এবং শৈব্যার কার্ত্তিকতুল্য এক পুত্র হল। এই পুত্রের নাম পিতা-মাতা রাখলেন 'অসমঞ্জস'। (শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহের রচিত মহাভারতে মহারাজ সগরের শৈব্যার গর্ভজাত সন্তানের নাম 'অসমঞ্জাস' এইরূপ উল্লিখিত হয়েছে।) অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান অশ্বের অনুসন্ধান এবং পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ভগবান কপিলদেবের কাছে উপনীত হলে যজ্ঞীয় অশ্ব ও ভস্মরাশি দেখতে পেলেন। অংশুমান ভগবান কপিলদেবের বহু স্তব করলে কপিলদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে যজ্ঞীয় অশ্ব নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু অশ্ব লাভ করেও অংশুমান কপিলদেবের কাছে প্রতীক্ষা করলে কপিলদেব বুঝতে পারলেন অংশমানের আরও কিছু প্রার্থনার বিষয় আছে। কপিলদেব তাঁর হৃদয়ের আকাঙক্ষা বুঝতে পেরে বললেন গঙ্গোদকের দ্বারা তর্পণ করলেই তাঁর পিতৃগণ উদ্ধার লাভ করতে পারবেন। কপিলদেবকে প্রণাম করে অশ্বসহ অংশুমান পিতার নিকট ফিরে আসলেন। সগর রাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করে অংশুমানের হাতে রাজ্য সমর্পণান্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ গঙ্গা আনয়নের জন্য বহু চেষ্টা করেও অসমর্থ হলেন। দিলীপের স্বধাম প্রাপ্তির পর তৎপুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নে সুমহৎ তপস্যার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হয়ে বর প্রদানে ইচ্ছুক হলে ভগীরথ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য

গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের প্রার্থনা জানালেন। গঙ্গাদেবী বললেন—'আমি তোমার ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব, কিন্তু কোন সমর্থবান ব্যক্তি আবশ্যক আমার অবতরণের বেগ ধারণের জন্য, নতুবা আমি পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে আমি ইচ্ছা করি না, মনুষ্যগণ স্নানের দ্বারা তাঁদের পাপ ক্ষালন করে আমাকে পঙ্কিল করবে, আমি সেই পাপ থেকে কি প্রকারে মুক্ত হব?' রাজা ভগীরথ দুইটি শর্তের প্রতিকার স্বরূপ নিবেদন করলেন—'১। বিশুদ্ধচিত্ত সাধুগণ আপনার জলে স্নান করে আপনার পাপ হরণ করবেন, কারণ সাধুগণের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সর্বদা বিরাজমান থাকেন। ২। বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান পরমেশ্বরের প্রিয় অভিন্ন শ্রীরুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করবেন।' অতঃপর ভগীরথ রুদ্রদেবের কৃপা লাভের জন্য তপস্যায় ব্রতী হলেন। শ্রীরুদ্রদেব প্রসন্ন হয়ে দর্শন প্রদান করলেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য রুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি 'তথাস্তু' বলে উক্ত বর দিলেন। গঙ্গাদেবী ভূতলে পতিত হলে শিব গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করলেন। রাজর্ষি ভগীরথ তাঁর পূর্ব পুরুষগণ যেখানে ভস্মীভূত হয়েছিলেন ভূবনপাবনী গঙ্গাকে সেখানে নিয়ে আসলেন। ভগীরথ অগ্রে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে রথে চললেন, গঙ্গাদেবী তার পিছনে পিছনে সমগ্র দেশ পবিত্র করে ধাবমান হলেন। গঙ্গার জল স্পর্শমাত্র সগর-পুত্রগণ সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করলেন। ভগীরথ থেকেই গঙ্গা পৃথিবীতে আসলেন বলে গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী।

এই প্রসঙ্গে বেদব্যাস মুনি তিনটি শ্লোকে গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করেছেন—

'যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥
ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবী সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ।
নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥

(ভাঃ ৯।৯।১২-১৪)

'মহদপরাধে বর্দ্ধমান নিজশরীরগত অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের দ্বারা যে গঙ্গার জল স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করেছিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করলে কি হয় তা বলা যায় না। ভস্মীভূত অঙ্গের দ্বারা যে গঙ্গার সেবা করে সগর-পুত্রগণ স্বর্গে গমন করেছিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রতধারণ পূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই দেবীকে সেবা করেন তাঁদের কথা আর কি বলব? গঙ্গাদেবী ভগবান অনন্তদেবের পাদপদ্ম থেকে বিনির্গতা হয়েছেন সুতরাং সংসারনাশিনী তদীয় মাহাত্মা যা কীর্ত্তিত হল তা আশ্চর্যের কিছু নয়।'

মহাভারতের বনপর্বে সগররাজের উপাখ্যান ও রাজা ভগীরথের পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশের উদ্ধার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ণনার সংক্ষিপ্ত কথা এই—হিমালয় ও সুমেরুকন্যা মনোরমা বা মেনাকে অবলম্বন করে গঙ্গার আবির্ভাব। দেবতাগণ হিমালয়ের কাছে প্রার্থনা করে গঙ্গাকে ভিক্ষা-স্বরূপ' নিয়েছিলেন। ব্রহ্মা গঙ্গাকে নিজের কমণ্ডলুতে

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠে বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান

সংগ্রাহক—শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশন পরিচালিত গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং উজ্জয়িনী স্থিত মহর্ষি সান্দীপনি রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ মহিলা-পুরুষ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল প্রকারের মানুষের উদ্দেশ্যে বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের তথা ''বেদবিদ্যা'' অকাতরে বিতরণের একটি সু-সঙ্গবদ্ধ প্রকল্প মিশন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে।

এই মহতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করবার জন্য গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সোমবার, সকাল ৯ঘটিকায় এই প্রকল্পের উদ্বোধন আনুষ্ঠানিক ভাবে সংঘটিত হয়। অভিন্ন বেদময়ী

বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান সভায় শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর, শ্রীঅয়ন ভট্টাচার্য, শ্রীসীতানাথ দে আদি বিশিষ্টজন।

বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ঐকান্তিক আনুগত্য ও সাক্ষাৎ উপস্থিতি তথা শ্রীমঠস্থিত শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি নিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহারি হরিজন মহারাজ, শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য দাস ব্রহ্মচারী আদি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধিকর্তা, বেদবিদ্যা কেন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অধ্যাপক সীতানাথ দে, প্রাক্তন ডিন, কলা-অনুষদ্ ও প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান অতিথি অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য, প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত। তাঁদের আগ্রহাতিশয্যে এবং বিদ্যার্থীগণের বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সর্বপ্রথম শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণস্তবাদি বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ স্বীয় স্বভাব সুলভ সুললিত-সুধা-সরিৎ সভাস্থিত সকলকে পান করানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় সভার কার্য শুরু হলে সর্বপ্রথম গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজকে কিছু বলার জন্য অনুনয়াত্মক প্রার্থনা করা হলে তিনি স্বীয় বীর্যবতী-দীপ্তিমতী-সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহের মাধ্যমে বেদদৃক্ এবং মাংসদৃক্ দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য প্রদর্শন পূর্বক বেদদৃকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাংসদৃকের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন, বিশেষ ব্যস্ততার কারণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ অধিক সময় সঙ্গ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে সভার কার্য পরিচালিত হতে থাকে।

শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য তথা সর্ব সাধারনের মধ্যে বেদ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান যন্ত্রযুগে বেদশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন, এছাড়া আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বেদশাস্ত্রের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। বেদশাস্ত্র কেবল একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের উপলব্ধি সমন্বিত এক উন্নত বিজ্ঞান যা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকেও হার মানায় ইহা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

অতঃপর শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে অধ্যাপক সীতানাথ দে মহাশয় পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন পূর্বক ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং এই দুই বিদ্যার সমন্বয় সাধনেই জীবনের পূর্ণতা আসে এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন এবং পরিশেষে বেদ শিক্ষার গুরুত্ব কি তাহাও স্ববিস্তারে বর্ণনা

করার মাধ্যমে তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা স্বরূপ এক গবেষণা মূলক ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর ডঃ শ্রীঅয়ন ভট্টাচার্য মহাশয়কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করা হলে তিনি প্রথমে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে বন্দনা করেন ও পরে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় মধুর শ্রাবি বিস্তার করে সকলের হৃদয়ে স্থান অধিকার করেন। পরে বাংলা ভাষায় বেদশাস্ত্রের গুরুত্ব ও মন্ত্রের তাৎপর্য বর্তমান যুগে তার অবদান উল্লেখ করার মাধ্যমে এক বিস্তর গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

অতঃপর নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেদশাস্ত্রের কোন্ বিষয়ে কী কী অধ্যাপনা করা হবে তা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেন।

সর্বশেষে শ্রীপাদ নীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী সকলকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

ভগবৎ স্মৃতিময় জীবন গঠনই ব্রজের মুখ্য উদ্দেশ্য

সংগ্রাহক—বৃন্দাদাসী, বীরভূম

ভগবৎ প্রেষ্ঠ মহাজনগণের অপার করুণা ফলে আমাদের মত ভগবৎ বিস্মৃত জীব এই মায়া কবলিত জগতে থেকেও ভগবানের যাত্রা মহোৎসবাদি তিথি পালনের সুযোগ পেয়ে জীবনে চরম সৌভাগ্য বরণ করবার অবকাশ পেয়েছি।

করুণাময় ভগবানও জগতে আবির্ভূত হয়ে নানা লীলা বিলাস করে থাকেন, বহির্মুখ জীবকে অন্তর্মুখী করে নিজ পাদ-পদ্মের নিত্য সেবায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদমুনি ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—

"জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥"

(ভাঃ ১০।৭০।৩৯)

হে ভগবন, জীবগণ চিরকাল অনধিকারী এক শরীর থেকে শরীরান্তরে বিচরণ করছে, পরন্তু এর থেকে মুক্তি লাভের উপায় জানে না। আপনি তাদের বিমুক্তির জন্য লীলাবতার সমূহ দ্বারা স্বকীয় যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে থাকেন। আমি আপনার শরণাগত হই। ইতিমধ্যে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী মহোৎসব ও পরে শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। গুরুবর্গের ব্যবস্থাপিত এই সব একটার পর একটা মহোৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে কেটে যায় সারাটা বছর।

আমরা গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীচরণে আশ্রিত হয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যটা যথার্থই সৌভাগ্য বলা যাবে তখনই, যদি তাঁদের নির্দেশিত পথে চলতে পারি। এপ্রসঙ্গে, পূর্বতন আচার্য মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের একটা বিশেষ শিক্ষার কথা স্মরণ না করে পারছি না। একবার, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথিতে গোদ্রুম গেছি। শ্রীল গুরুদেব তখন সেখানেই অবস্থান করছেন। সে সময় গোদ্রুমে এত ঠাণ্ডা সহ্য করা যাচ্ছে না, মনে মনে ঠিক করেছি আবির্ভাব তিথিতে পরের দিনই বাড়ি ফিরে যাবো। উৎসবের পরের দিন গুরুদেবকে সে কথা জানাতে, তিনি বললেন কেন চলে যাবে? আমি বললাম এত ঠাণ্ডা যে নাট্য মন্দিরেও যেতে পারছি না কোন সেবাও করতে পারছি না। তখন শ্রীল গুরুদেব একটু ধমক দিয়ে বললেন, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথি আসছে, কিছু না পারো রৌদ্রে বসে উচ্চৈঃস্বরে স্তব-স্তুতি তো করতে পারো—'গৌরাঙ্গলীলা স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র", 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ আদি। আমি অবাক হয়ে গেলাম প্রায় তিন মাস পরে শ্রীগৌরজয়ন্তী উৎসব, আর তিনি এখন থেকে তাঁর ইষ্টদেবের স্মরণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে মঙ্গল অধিবাসের স্মৃতি জাগ্রত করছেন।—এরকমই হল আমাদের গুরুবর্গের শিক্ষা।

এভাবেই ভগবান ও ভগবৎপ্রেষ্ঠ মহাজনগণের যাত্রা মহোৎসবের পূর্ব থেকেই যদি আমরা স্মরণের দ্বারা সেই সব

তিথি বরাকে আরাধনা করতে থাকি তাহলে জীবনটাই আমাদের উৎসবময় হয়ে যাবে। কালের গতিতে সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত হলেও হৃদয়ে এই অনিত্য সুখ দুঃখ স্পর্শ করবে না, কেননা হৃদয়ে ব্যস্ততা থাকবে এই তো এসে গেলো দামোদর ব্রত। যদি তনু-মন সহ ধামে বাস করতে পারি তো খুব আনন্দের কথা। আর যদি সেটা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে গুরুবর্গের শিক্ষায় স্মরণের দ্বারাই ধামে বাস করে সমাধিস্থ চিত্তে ব্রত পালন করবো। এসময় স্বাভাবিক ভাবেই মনটা বৃন্দাবনে চলেই যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন—

''চেরে ব্রতানি হরি তোষণানি''

ব্রতের মূল তাৎপর্য্য হল শ্রীহরির সন্তোষ বিধান। এটা শুধু কোনো বিশেষ তিথি বা মাসকে উদ্দেশ্য করে নয়। আমরা যারা ভগবৎ ভজন করব বলে ব্রত নিয়েছি, তারা জীবনটাই যেন এরকম ব্রতময় করে তুলতে পারি। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে এটাই প্রার্থনা—

''সবাই অনুগত হয়ে যেন আশয় বুঝিয়া ভজি।
পাষাণ হৃদয়ে বর্ষিয়া জল কৃপা কর প্রভু আজি ॥''

মিশনের অধীনস্থ কয়েকটি শাখা মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসবের বিবরণী

মুম্বাই স্থিত 'শ্রীগৌড়ীয় মঠে' শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব

মুম্বাই মঠে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে মুসলীম সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাগণ

মুম্বাইস্থিত বান্দ্রা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২৪-২৫ আগষ্ট, ২০১৯ শনিবার ও রবিবার দুইদিন ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীশ্রী কৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী মহা সমারোহে পালন করা হয়। মুম্বাইস্থিত বহু ভক্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে আদি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, নাটক ও নৃত্য প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যথা—বান্দ্রা মঠ আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে ছোটো ছোটো বাচ্চা এবং তাদের পিতা-মাতা অংশ গ্রহণ করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মহিলা এবং তাদের ছেলে মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো ধ্যান না থাকা সত্ত্বেও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন কেবলমাত্র কৃষ্ণ আকর্ষণে। এটা এই সংকেতই বহন করে যে কৃষ্ণ আকর্ষণ কোনো জাতি ধর্ম মানে না কেবল প্রেমই আসল।

''জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্তি ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪০)

নিউদিল্লী স্থিত 'শ্রীগৌড়ীয় মঠে' জন্মাষ্টমী উৎসব

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিদীপক শ্রীধর মহারাজের পরিচালনায় নিউ দিল্লী স্থিত গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহে গত ২৪ এবং ২৫ আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান ও ব্রত পালন করা হয়েছে।

জন্মাষ্টমীর দিন ভোরবেলা প্রভাতী কীর্ত্তন শুরু হয় এবং সারাদিন কীর্ত্তন চলতে থাকে। সকাল থেকেই শ্রীবিগ্রহের অপরূপ রূপ দর্শনের জন্য শত শত শ্রদ্ধালু ভক্তগণের ভিড় জমতে থাকে। দুপুরবেলা ১২-৩০ মিনিটে মধ্যাহ্নকালীন ভোগ আরতি কীর্ত্তন করা হয়, তারপর আবার বিকার ৪টা থেকে কীর্ত্তন শুরু করা হয়, ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তন চলতে থাকে এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে কৃষ্ণলীলা পাঠ করা হয়। এবং সন্ধ্যা ৮টার সময় সন্ধ্যা আরতী সম্পন্ন হয় এবং সেই আরতীর অপূর্ব শোভা দর্শনের জন্য শত শত লোকের সমাগম হয়।

রাত্রি ১১টার সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব কীর্ত্তন শুরু করা হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে সর্ব ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা এই কীর্ত্তন পরিবেশন করা হয়, তারপর রাত্রি ১২.৩০ মিনিটে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আরতি সমাপন করে প্রায় ২০০০ ভক্তকে ফল প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৫-০৮-১৯ নন্দোৎসবের দিন সকাল থেকে নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তন করা হয় এবং ব্রজবাসী দ্বারা হিন্দি ভজন সুমধুর কণ্ঠে প্রায় ২ ঘন্টা পরিবেশন করা হয় এবং শ্রীপাদ ভক্তি দীপক শ্রীধর মহারাজ নন্দ উৎসবের মাহাত্ম্য সরল ভাষায় ভক্তদের কাছে ব্যাখ্যা করেন তারপর দুপুর ১২.৩০ মিনিটে মধ্যাহ্ন কালীন আরতী সম্পন্ন হয়। অবশেষে দুপুর ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ❑

প্রচার প্রসঙ্গ

(মুম্বাই অঞ্চলে প্রচার)

মুম্বাই মঠে ভাষণদানরত শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ইং ২৮-০৮-২০১৯ কলকাতা, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হইতে মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে পৌঁছান। তথায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ ও উপস্থিত ভক্তগণ আরতি কীর্ত্তন দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

ইং ২৯-৯-২০১৯ দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের মধ্যেই শ্রীল গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। হরিকথা প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুদেব বলেন—

"তুমি ত আমার আমি ত তোমার
কি কাজ অপর ধনে ॥"

শরণাগতির উক্ত কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন যে আমাদের ভগবানে সম্পূর্ণ ভাবে শরণাগত হওয়া উচিত। ভগবান ব্যতীত আমার আর কেউই নেই। সেই দিনে বিকেল ৩টা থেকে নাট্য মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয় তৎপশ্চাৎ শ্রী গুরুদেব "দশমূল শিক্ষা" প্রথম শ্লোক অর্থাৎ দশমূলের প্রকৃত নির্য্যাস ব্যাখ্যা করেন।

ইং ৩০-৮-১৯ মঙ্গল আরতি, পরিক্রমা কীর্ত্তন আদির

শেষে শ্রীল গুরুদেবের আরতি বৈঠকী কীর্ত্তন করা হয়। ''কোন বয়সে আমাদের হরিভজন করা উচিৎ''—সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের—''কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্...'' শ্লোকের মাধ্যমে আমাদের কৌমার বয়সেই হতে অন্য প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিকাল ৩টা হতে শ্রীল গুরুদেব দশমূল শিক্ষার ১ম, ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন।

তাং ৩১-০৮-২০১৯ উপস্থিত মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের আরতি কীর্ত্তন বৈঠকী কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানান্তে কথা প্রসঙ্গে বলেন—''ভগবান সুন্দর'', কমল নয়ন ভগবান সবার চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁর সৌন্দর্য্য, গুণ, লীলা, পরিকর আদি সব রয়েছে তাই সমগ্র জীব আদি তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়।

সেই দিনেই বিকাল ৩ ঘটিকায় নাট্য মন্দিরে উপস্থিত শ্রোতাগণের সম্মুখে দশমূলের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্লোকের মাধ্যমে হরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব শক্তিমান ও তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু ব্যাখ্যা করেন।

গত ০১-০৯-২০১৯ দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''দাসত্ব ধর্ম'' সম্বন্ধে কিছু হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন—''আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস সেই ধর্মে স্থিতি আমার তাঁকে ভুলে ''সোঽহং ভোক্তা অহম্'' আদি অভিমানে আমরা নিত্য বিরাজমান হয়ে থাকি। হরি, গুরু, বৈষ্ণব এই তিনের দাসত্ব বরণ করে নিজের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।''

বিকেল ৩ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত জয়ধ্বনি কীর্ত্তন শেষে সেই দশমূল শিক্ষার ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে জীব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন পরমারাধ্যতম। শ্রীল গুরুদেব তিনি বলেন—জীবের পরিচয় যে আমি কৃষ্ণের অংশ। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদের কথা ব্যাখ্যা করলেন। যে জীব মায়াবশ বা মায়াধীন। নিজ দাসত্ব স্বরূপ ভুলে জীব মায়ার দ্বারা দণ্ডিত হয়ে উচ্চানীচ যোনিতে ভ্রমণ করছে।'' সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা শ্রীপ্রশান্ত সামন্ত মহাশয়ের বাস ভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শুভবিজয় করেন। তথায় তিনি হরিকথা প্রসঙ্গে সাধু সঙ্গের প্রভাবের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নল ও কুবেরের নারদ মুনি দ্বারা অভিশাপ ও পরে ভগবৎ কৃপা লাভ তৎসঙ্গে অজামিলের প্রসঙ্গ, রাজা রহুগণ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের লীলা বর্ণন করলেন। অবশেষে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা সম্বন্ধে বর্ণন করলেন।

গত ০২-০৯-২০১৯ প্রাতঃ প্রভাতী কীর্ত্তন, আরতি পরিক্রমা আদি শেষান্তে শ্রীগুরু আরতী আর বৈঠকী কীর্ত্তনের।

শেষে শ্রীল গুরুদেব ''শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী''-র অতুলনীয় অপার মহিমার কথা সম্বন্ধে বলেন—রাধাকৃষ্ণ ভজন অর্থাৎ যুগল ভজন—গৌড়ীয় ভজন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজ রাধা ঠাকুরাণী ছাড়া একাকী কৃষ্ণকে দর্শন করতে যেতেন না। শেষে শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ থেকে 'স্ফুরদভিদনর্ঘ প্রেম-মাণিক্য-পেটীং, শ্লোকের কিছু কথা ব্যাখ্যা করেন।

বৈকালে বৈঠকী কীর্ত্তনের পর দশমূলের ৮ম, ৯ম ও ১০ম এই ৩টি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—যে উচ্চাবচ্চ যোনি সমূহে জীব ভ্রমন করতে করতে বৈষ্ণব দর্শন লাভ হয়, তখন সেই মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মায়। কালক্রমে মায়িক দশা দূর হয়ে কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তারপর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব নববিধা ভক্তির কথা সুন্দরভাবে বর্ণন করেন।

গত ৩-০৯-২০১৯ শ্রীল গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তনের পর গোবিন্দস্তব ''যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায়কুম্ভ'' শ্লোকের প্রসঙ্গে বলেন—

জড় জগতের বাধা বিপত্তি দূর করবার জন্য দেবদেবীর পূজা বা আরাধনা করা হয়। তার মধ্যে হচ্ছে ''গণেশ পূজা''। কিন্তু পারমার্থিক জগতে কৃষ্ণ ভক্তির বাধা বিঘ্ন দূর করার জন্য সাধক ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। এইভাবে কৃষ্ণ ভক্তি করিলে সর্বধর্ম কৃত হয়।

বিকাল ৩টায় জয়বন্দন দিয়ে কীর্ত্তন শুরু করে তৎপশ্চাৎ শ্রীল গুরুদেব দশমূল শিক্ষার ক্লাস আরম্ভ করেন, প্রয়োজন তত্ত্ব, নির্য্যাস ও ফলশ্রুতি দশমূলের এই তত্ত্বের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে মুম্বাইস্থিত পেরেল নিবাসী শ্রীমান শঙ্কর জালোই মহাশয়ের বাসভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব, শ্রীপাদ পর্য্যটক মহারাজ শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কিছু মহিমা কীর্ত্তন করেন। ''তস্মাদ ভারত সর্বাত্মা'' শেষে গুরুদেব শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন—''আমাদের সকল জীবের পরামত্মা, অভয় প্রদাতা ভগবান শ্রীহরিই শ্রবণীয় কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় হওয়া উচিত।''

গত ৪-৯-২০১৯ প্রাতঃ ৭ঘটিকায় গৌড়ীয় মঠ হইতে মুম্বাই নিবাসী শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ শুভবিজয় করেন। তৎপশ্চাৎ গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন করা হয়। উপস্থিত ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীল গুরুদেব

'সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ'।

(শরণাগতির কীর্ত্তন হতে)

কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বেলা ১১ঘটিকায় নিকটস্থ নিবাসী শ্রীঅসিত কাড়ার বাসভবনে শুভবিজয় করেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সঙ্গে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ। গুরু আরতি ও প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তন আদি অন্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বর্ণন করেন শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুমচন্দ্র ভজনোপদেশ থেকে ''ধন যৌবন-জীবন রাজ্যসুখং'' এই পয়ারটি ব্যাখ্যা করেন পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর।

কথার শেষে মধ্যাহ্ন আরতির পর মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। ঐদিনেই অপরাহ্ণে মিশনের পূর্বতন আচার্য্যের শিষ্যা শ্রীমতী আরতি কাড়োর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। গুরু আরতি ও কীর্ত্তনের পরে শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা এর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। সবশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব গোপীগণের প্রিয়ত্বের ধর্ম্মের কথা বলতে গিয়ে বললেন—

''ওহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া-
সংযোক্ত্যা মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥''

(ভাঃ ১০।৩৯।১৯)

গোপীগণ বলিলেন—হায় বিধাতঃ! তোমার কদাচিৎও দয়া হয় না, যেহেতু প্রাণিগণকে মিত্রতা ও স্নেহের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার উপভোগ না হইতেই বিয়োগান্বিত করিয়া থাক—অতএব তোমার এই চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য। অবশেষে রাত্রি ৮ঘটিকায় শ্রীল গুরুদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীসুনীল প্রভুর বাসভবনে মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সহিত শ্রীল গুরুদেব শুভবিজয় করেন। গুরুদেবের আরতি ও কিছুক্ষণ প্রাচীন মহাজনের কীর্ত্তন করা হয়। অবশেষে কিছু উপদেশমূলক শিক্ষা প্রদান করেন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর।

গত ৫-৯-২০১৯ শ্রীগোপাল পারুই মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হলে বর্ত্তমান আচার্য্য ও সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ। তিনি অতি সম্মানের সহিত স্বপার্ষদ শ্রীগুরু পাদপদ্মকে আনয়ন করেন ও আরতি করেন। কিছুক্ষণ প্রাচীন মহাজনের কীর্ত্তন করা হয়। তারপর শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ ''অজামিলের উপাখ্যান'' প্রসঙ্গে সম্বন্ধে বলেন যে নামাভাসে আজামিলের ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। তৎপশ্চাৎ শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে ''কাষ্ঠ পুতুলী যেন কুহকে নাচায়'' পয়ার হতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপার মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রসঙ্গে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন—''কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর এই নাম শ্রীচৈতন্য দেব গোলক থেকে এনে এই মর্ত্যে আবির্ভাব করিয়েছিলেন।''

গত ০৬-০৯-২০১৯ তারিখ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী প্রাতঃ দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের পর শ্রীল গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন শুরু করা হয়। বহু স্থানীয় ভক্তগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। দুপুরে 'শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর' আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর বললেন—''রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব বেদে বলে'' দেবদেবীগণ আদি সকলেই রাধার দাসী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। আর রাধা ভজন ছাড়া কৃষ্ণের ভজন হয় না।'

এদিন প্রায় ৩০০ জনেরও অধিক ভক্তগণের অনুকল্প প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৭-৯-১৯ ''শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব''। খুব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বহু শিষ্যবর্গ ও স্থানীয় ভক্তগণের সহিত মুম্বাই মঠে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় মঠাধ্যক্ষ, ব্রহ্মচারী সহ ২০ জনের পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন। 'Back to Home Back to God'। ০৭-০৯-২০১৯ তারিখে মুম্বাই মঠ হতে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৮শে জুলাই, রবিবার, ২০১৯ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ক্যানিং টাউনস্থিত ২নং দিঘীর পার গ্রামের ষ্টীমারচক্র এফ.পি. স্কুল (১৯৫২ সালে স্থাপিত), প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ১৫০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক Dr. Pradip Roy (WBMC) ও Dr. Mahadev Mondal মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। বিশ্বনাথ অধিকারী, মিঠুন গায়েন, দিপঙ্কর পুরকাইত আদি গ্রামবাসীগণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার কার্যাবলী—২০১৯

১।	২৮।০৮।২০১৯—০৯।০৯।২০১৯	মুম্বাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
২।	১৪।০৯।২০১৯—১৭।০৯।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
৩।	১৮।০৯।২০১৯—২৫।০৯।২০১৯	গোদ্রুম গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৪।	২৭।০৯।২০১৯—০১।১০।২০১৯	পাটনা গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৫।	০১।১০।২০১৯—০৫।১০।২০১৯	বারাণসী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৬।	০৬।১০।২০১৯—১৫।১০।২০১৯	লক্ষ্মৌ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৭।	১৬।১০।২০১৯—২৮।১০।২০১৯	সাধুসঙ্গে বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা
৮।	২৯।১০।২০১৯—০১।১১।২০১৯	দিল্লী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
৯।	০২।১১।২০১৯—০৬।১১।২০১৯	এলাহাবাদ গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১০।	০৭।১১।২০১৯—০৯।১১।২০১৯	মোগলসরাই গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১১।	১০।১১।২০১৯—১২।১১।২০১৯	কলকাতা গৌড়ীয় মঠ
১২।	১৩।১১।২০১৯—১৭।১১।২০১৯	শিলিগুড়ি গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)
১৩।	১৮।১১।২০১৯—২০।১১।২০১৯	দিনহাটা, ধূপগুড়ী, কোচবিহার প্রভৃতি
১৪।	২১।১১।২০১৯—২৬।১১।২০১৯	গুয়াহাটী গৌড়ীয় মঠ (ক্লাস)

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/010/2019

SRI BHAKTIPATRA

PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিকত্ব (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)। হিন্দি (১) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org